গদখালী ফুল চাষের রাজধানী

বিঘায় লাভ ৫০ হাজার

মামুন রহমান, *যশোর থেকে*

যশোর শহর থেকে বেনাপোলের দিকে যেতে ছোট একটি জনপদের নাম গদখালী। ঝিকরগাছা উপজেলা সদর থেকে পশ্চিমে অবস্থিত এই জনপদটি নানা কারণে বিখ্যাত। এখানকার অতি সাধারণ মানুষ একেবারে নিজ চেষ্টায় কৃষি কাজে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। শুধু ধান-পাট-আলু বা অন্যান্য অর্থকরি ফসল নয়, ফুল চাষ করেও যে ব্যাপক সাফল্য পাওয়া যায় তা করে দেখিয়েছেন এখানকার মানুষ। সারাদেশে যে ফুল উৎপন্ন হয় তার অত্যন্ত ৭০ ভাগ হয় এই গদখালীতেই। তাই কেউ কেউ একে ফুলচাষের রাজধানীও বলে। ফুল চাষের কারণে যেমন বদলে গেছে গদখালী তেমনি বদলে গেছে অনেকের জীবনযাপনও।

যেভাবে শুরু

ফুল চাষে গদখালীর আজকের যে অবস্থান তা কোনো পরিকল্পনা করে হয়নি। অনেকটা শখের বসে ঐ এলাকার কয়েকজন কৃষক আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে ফুল চাষ শুরু করেছিলেন। তবে তার নেপথ্যেও ছিল চোরাচালান। ঐ সময় অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি ওপার থেকে অবৈধপথে ভারতীয় বিভিন্ন ধরনের ফুলও আসতো। যার সঙ্গে যুক্ত ছিল গদখালীর চোরাচালানীদের একটি অংশও। তারা ভারতীয় রজনীগন্ধা, গোলাপ আর গ্লাডিউলাস ফুল রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে বেশ লাভবান হয়। মূলত তা থেকেই অনুপ্রাণিত হন গদখালীর কয়েকজন কৃষক। তারা সিদ্ধান্ত নেন ফুল চাষ করার। তাদের মধ্যে অন্যতম একজন শেরআলী সরদার। গদখালীর পানিসারা গ্রামের বাসিন্দা শেরআলী সরদার প্রথম এক বিঘা জমিতে ফুল চাষ করেন। ব্যস, আর তিনি পেছনে ফিরে তাকাননি। তিনি ব্যাপকভাবে ফুল চাষে আত্মনিয়োগ করেন এবং তার মাধ্যমেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। এখন তিনি গদখালীর সবচেয়ে বড় সরদার নার্সারির মালিক। রাজধানী ঢাকাতেও তার রয়েছে ফুলের ব্যবসা। ফুল চাষে তার ব্যাপক অবদানের জন্য তাকে স্থানীয়ভাবে ফুল চাষের জনকও বলা হয়। আশির দশকে যে গদখালীতে এক বিঘা জমিতে ফুলের চাষ হয়েছিল সেখানে এখন প্রায় ১৮শ' বিঘা জমিতে ফুলের চাষ হচ্ছে। তবে ঝিকরগাছার গদখালী এলাকা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী শার্শা উপজেলাতেও ফুল চাষ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় ফুলচাষীদের দাবি দু'উপজেলা মিলে বর্তমানে ঐ এলাকায় প্রায় ৪ হাজার বিঘা জমিতে ফুলের চাষ হচ্ছে। এসব জমি থেকে ভরা মৌসুমে প্রতিদিন অন্তত ২ লাখ রজনীগন্ধার স্টিক, ৪ লাখ গাঁদা ফুল, ৩০ হাজার গোলাপ, ৫০ হাজার গ্লাডিউলাস ফুলের স্টিক উৎপন্ন হয়। এছাড়া আরও অন্যান্য ধরনের ফুল উৎপন্ন হয় প্রায় ৩০ হাজার। এই ফুল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো ছাড়াও নিয়ে যাওয়া হয় রাজধানী ঢাকাতে। মূলত ঢাকায় গদখালীর ফুলের সবচেয়ে বড় বাজার। সেখান থেকে বিদেশেও রপ্তানি হয় গদখালীর ফুল। মূলত ঢাকার ব্যবসায়ীরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়ে থাকেন। যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ফুল উৎপাদন করে থাকেন তারা ন্যায্য মূল্য পান না। গদখালী ফুলচাষী ও ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুর রহিম জানান, বর্তমানে ৪০টি জেলায় সমিতির মাধ্যমে ফুল পাঠানো হচ্ছে। তবে ফুল পাঠাতে তাদের পদে পদে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সুষ্ঠু কোনো ব্যবস্থাপনায় তারা ফুল পাঠাতে পারে না। ফুল পাঠাতে হয় বিভিন্ন পরিবহনের ছাদে করে। যা রোদে পুড়ে আর বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়। যানজট হলে ফেরিঘাটে ঘন্টার পর ঘন্টা বাস আটকে থাকায় ফুল নষ্ট হয়ে যায়। সময় মতো বাজার ধরা যায় না। এ ছাড়া ঢাকায় ফুলের নির্দিষ্ট কোনো মার্কেট নেই। শাহবাগ মোড়ে বসে বেচাকেনা হয়। এখানে চাঁদাবাজদের কাছে নাজেহাল হতে হয়। খাজা হাবিব কমিশনারের লোকজন চাঁদা তোলে। অথচ সরকারি কোনো স্থান থাকলে সরকার রাজস্ব আদায় করতে পারতো। চাষীরা ঢাকায় সুষ্ঠুভাবে ফুল বিক্রি ব্যবস্থা করার দাবি জানান। দাবি জানান যাতে দ্রুত গদখালীতে একটি হিমাগার ও মিনি রিসার্স সেন্টার হয় তার যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার। তাহলে গদখালীর চাষীরা আরও লাভবান হতে পারবেন। ফুলের গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে। যা থেকে আয় করা সম্ভব হবে বৈদেশিক মুদ্রাও।

ফুল চাষ : বিঘায় লাভ ৫০ হাজার

ইচ্ছা করলে আপনিও ফুলের চাষ করতে পারেন। মাত্র একবিঘা জমিতে ফুল চাষ করেই বছরে হতে পারেন লাখপতি। গদখালীর কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জমি নেই এমন কেউ যদি গোলাপ ফুল চাষ করতে চান তাহলে তার বিঘাপ্রতি মোট খরচ হবে ৫০ হাজার টাকা। প্রথমেই অন্যের জমি লিজ নিতে তাকে খরচ করতে হবে ৬ হাজার টাকা। ওই জমি চাষ করতে খরচ হবে ৫শ' টাকা। এরপর একবিঘা জমিতে লাগাতে চারা কিনতে হবে ৪ হাজারটি। যার মূল্য পড়বে ২৪ হাজার টাকা। এ ছাড়া খৈল, গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তাসার বাবদ খরচ হবে প্রায় ৭ হাজার টাকা। সেচ ও কীটনাশক বাবদ খরচ হবে আরও প্রায় সাড়ে ৭ হাজার টাকা। এভাবে এক মৌসুমে খরচ হবে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা। অপরদিকে এক মৌসুমেই ফুল বিক্রি হবে কমপক্ষে ১ লাখ টাকার। অর্থাৎ প্রথমবারেই লাভ হবে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা। আর যাদের জমি আছে তাদের যেহেতু নিজের ৬ হাজার টাকা দিতে হবে না সে জন্য তাদের লাভ হবে ৫৬ হাজার টাকা। অথবা ৬

হাজার টাকা খরচ কম হবে। চাষীরা জানান, একবার গোলাপের চাষ করলে তা দিয়ে ৩/৪ বছর অনায়াসেই ফুল পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রথমবার চারা কেনার জন্য যে ২৪ হাজার টাকা খরচ করতে হয় পরবর্তী ৩/৪ বছর তা আর করতে হয় না। অথচ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর ফুল উৎপন্ন হয় আরও বেশি। অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে খরচ ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে প্রায় ২৫ হাজারে নেমে আসে। অথচ ফুল উৎপন্ন হয় প্রায় দ্বিগুণ। যে কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে লাভও হয় অনেক বেশি। এ জন্য গোলাপ চাষের প্রতি সবার আগ্রহ বেশি। গোলাপ ছাড়াও গদখালীতে চাষ হয় রজনীগন্ধা। এ ফুল চাষের জন্য ১ বিঘা জমি লিজবাবদ খরচ হয় ৪ হাজার টাকা। চাষ করতে খরচ হয় আরও ৫০০ টাকা। বীজ কেনা বাবদ খরচ হয় ২ হাজার টাকা। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সার কিনতে আরও ব্যয় হয় প্রায় ২১০০ টাকা। সেচ ও কীটনাশকের জন্য খরচ হয় ২৭০০ টাকা। অর্থাৎ এক বিঘা রজনীগন্ধা চাষ করলে মোট খরচ হয় প্রায় ১২ হাজার ২০০ টাকা। অপরদিকে মোট ফুল বিক্রি হয় প্রায় ৩০ হাজার টাকার। অর্থাৎ লাভ হয় প্রায় ১৭ হাজার ৮০০ টাকা। তবে দ্বিতীয় বছরে নতুন করে বীজ কিনতে না হওয়ায় খরচ ২ হাজার টাকা কমে যায়।

সমস্যা অনেক তবুও সম্ভাবনা

মোঃ শাজাহান ও আসাদুজ্জামান মিলন গদখালীর দু'জন ফুলচাষী। প্রায় ১ যুগ ধরে ফুলচাষ করছেন তারা। ফুল চাষ করেই নিরক্ষর শাজাহান ৪ বিঘা জমি কেনা ছাড়াও পাকা বাড়ি করেছেন। এখন ফুল চাষ করেন ৭/৮ বিঘা জমিতে। সাফল্য পেয়েছেন মিলনও। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় সরকারিভাবে তাদেরকে উৎসাহ বা প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করা হয় কি না। প্রশ্ন শুনেই তারা ক্ষুব্ধ স্বরে জবাব দেয়, 'ডিম পাড়ে হাঁসে আর খায় দারোগায়' প্রবাদটি যেমন সত্যি তেমনি আমাদের অবস্থাও। আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফুল চাষ করলেও এর সুফল ভোগ করেন ঢাকার কিছু শৌখিন ফুলচাষী। ফুল চাষী সেজে তারাই বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। অথচ আমরা উন্নত প্রশিক্ষণ পাই না। আমাদের ফুল পোকায় খায়, অকালে গাছ মরে যায়। কিছুই করতে পারি না। যেখানে চাষ হয় দেশের ৮০ ভাগ ফুল সেখানে নেই কোনো রিসার্স সেন্টার। নেই কোনো হিমাগারও। যে কারণে রোগ-বালাই দমন করতে পারি না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা হরতাল-ধর্মঘট হলে ফুল নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হন ব্যবসায়ীরা। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই। এভাবে চলতে থাকলে ফুল চাষে গদখালী তার ঐতিহ্য হারাবে। কৃষি বিভাগও এ ব্যাপারে উদাসীন। তবে এ উদাসীনতার অভিযোগ অস্বীকার করেন ঝিকরগাছা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সৈয়দ আব্দুল মাজেদ। তিনি বলেন, আমরা সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখি। গুলের পানি ছিটানোর পরামর্শ আমরাই দিয়েছি। কীটনাশকের পরিবর্তে গুল ছিটানো পরিবেশ বান্ধবও বেশি কার্যকর।

ঝাউ চাষ : আয় ৩ থেকে ৫ লাখ

গদখালীতে এখন ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে ঝাউ গাছ। চাষীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঝাউ চাষে লাভও অনেক। ১ বিঘা জমিতে একবার ঝাউ চাষ করে আয় করা যায় ৩ লাখ টাকা। তবে এ আয়টি ৮ লাখ টাকাও হতে পারে। গদখালীর ফুলচাষী সমিতির নেতা আব্দুর রহিম জানান, এক বিঘা জমিতে ৬ হাজার ঝাউ গাছ চাষ করা যায়। ঐ ৬ হাজার চারার ক্রয়মূল্য পড়ে ২৪ হাজার টাকা। অথচ মাস তিনেক পর প্রতিটি গাছ বিক্রি হয় কমপক্ষে ৫০ টাকা করে। অর্থাৎ ১ বিঘা জমিতে ২৪ হাজার টাকা খরচ করলে তা থেকে আয় হয় কমপক্ষে (৬০০০৫০) ৩ লাখ টাকা। রোপণকৃত ৬ হাজার চারা থেকে হতে পারে আরো ১০ হাজার অতিরিক্ত চারা। আর তাহলে তা থেকে আয় হবে আরও ৫ লাখ টাকা। আর এ কারণেই ফুল চাষের পাশাপাশি ঝাউ চাষও ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ঝাউ চাষও লাভ জনক